أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ)
৩৫:৬) আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু , তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রু ই মনে করো। সেতো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এ জন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়।

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ)
৩৬:৬০) হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের এ মর্মে হিদায়াত করিনি যে, শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ •

(وَنُؤْمِنُ بِهٖ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ)

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا •

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ •

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهٗ •

وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ •

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ •

উপস্থাপনায়ঃ

মুহাম্মাদ ফরহাদ হোসেন

০১ ৮৬৪ ৮৬৪ ৮৬৪

fhhossen@gmail.com

প্রস্তুতি সহযোগীতায়ঃ

মুহাম্মাদ তানভীর হোসেন

০১৭১১৫২২৫১০

tanveer.bd@icloud.com

দো’য়া

আল্লাহুম্মা হাজ্জাম্মাবরুরা
ওয়া জাম্বাম মাগফুরা
ওয়া সাইয়াম মাশকুরা

আল্লাহ (আপনার) হজ্জকে মাবরুর
গুনাহ সমূহ ক্ষমা এবং
প্রচেষ্টাকে প্রশংনীয় করুন।

শব্দ পরিচয়

- হজ্জ >> **হাজ্জ্ব**
- হেরেম >> **হারাম**
- শয়তানকে পাথর মারা>> **জামারা**তে পাথর মারা
- নামাজ >> **স্বলাত**
- রোজা >> **সিয়াম**

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন .

قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام

"বহু মানুষ আল্লাহকে তাদের রব বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আবার কাফের হয়ে গিয়েছে। দৃঢ় পদ সেই ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই আকীদা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।" (ইবনে জারির, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম)।

আলোচ্য সূচি

হাজ্জ্ব প্রশিক্ষণ
পব-১ হাজ্জ্ব ও উমরাহ কি-কেন এবং মাবরুর হাজ্জ্ব
২০১৭

মাবরুর হাজ্জের জন্য করনীয়

হাজ্জের প্রস্তুতি

>> অজু ও তায়াম্মুম

হাজ্জ্ব ও উমরাহ

হাজ্জ্ব ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ্ব ও উমরাহ পালন কর.."।

(সূরা বাকারা ২ঃ ১৯৬)
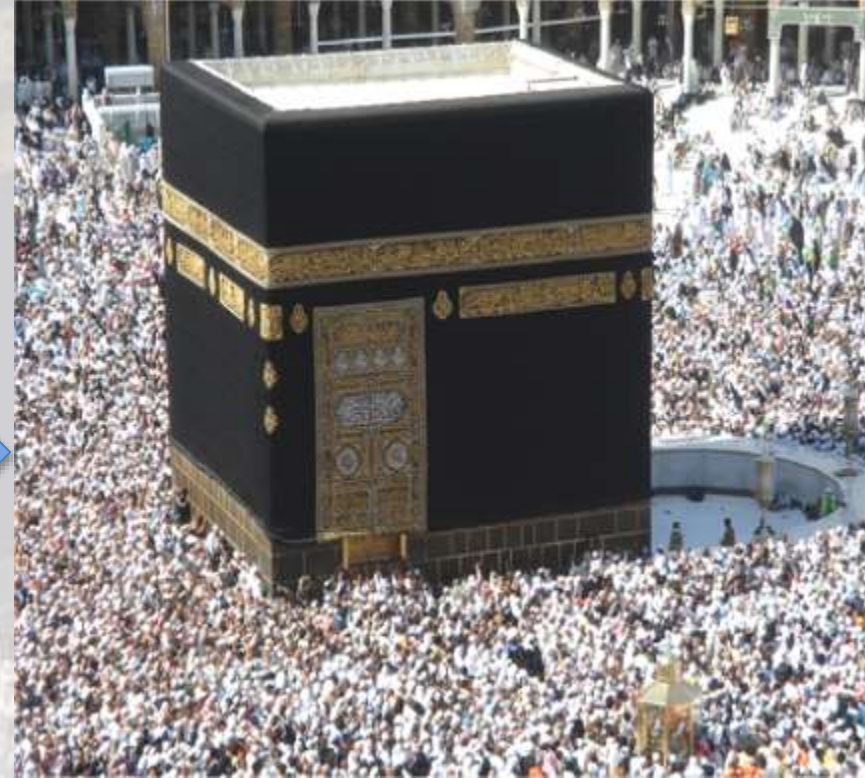
হাজ্ব কেন করবেন?

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط

"..মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামথ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্ব তার অবশ্য কর্তব্য.."

(সূরা আল ইমরান ৩ঃ ৯৭)

দো’য়া টি সবসময় পাঠ করুন
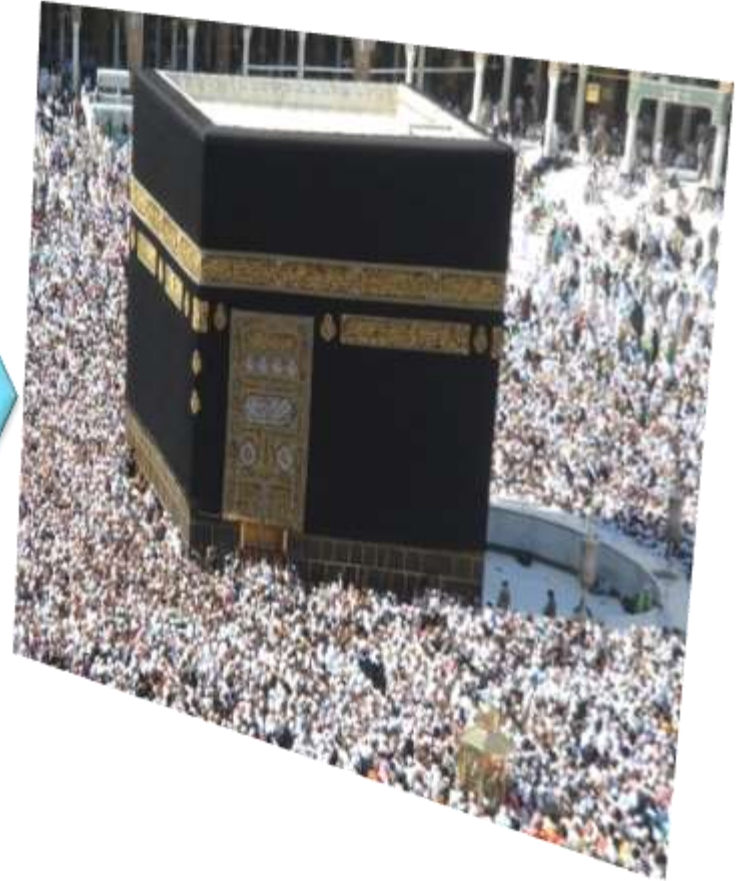
আনাস ইবন মালেক (রা:) আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ (সা:) হাজ্জের পুর্বে এই দোয়াটি পাঠ করতেনঃ,

«اَللّٰهُمَّ حَجَّةً لاَ رِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ».

‘হে আল্লাহ, এমন হজের তাওফীক দান করুন, যা হবে লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানোর মানসিকতা মুক্ত।’ [ইবন মাজা, সুনান: ২৮৯০]

হাজ্জ্ব

হাজ্জ্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন পূর্ণ কাজের জন্য

দঢ় ইচ্ছা

অথবা

সংকল্প করা

হাজ্ব

নির্দিষ্ট দিন

নির্দিষ্ট সময়

নির্দিষ্ট মাস

হাজ্ব

ক্বাবা তাওয়াফ সহ নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা
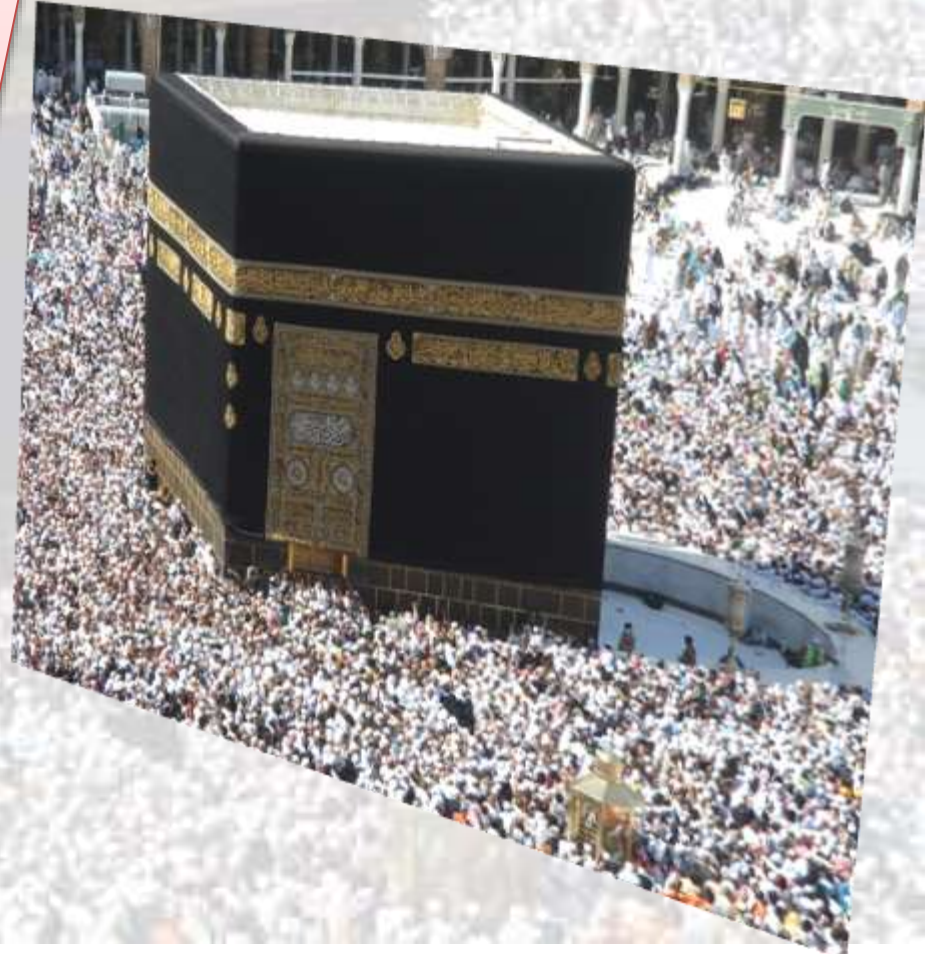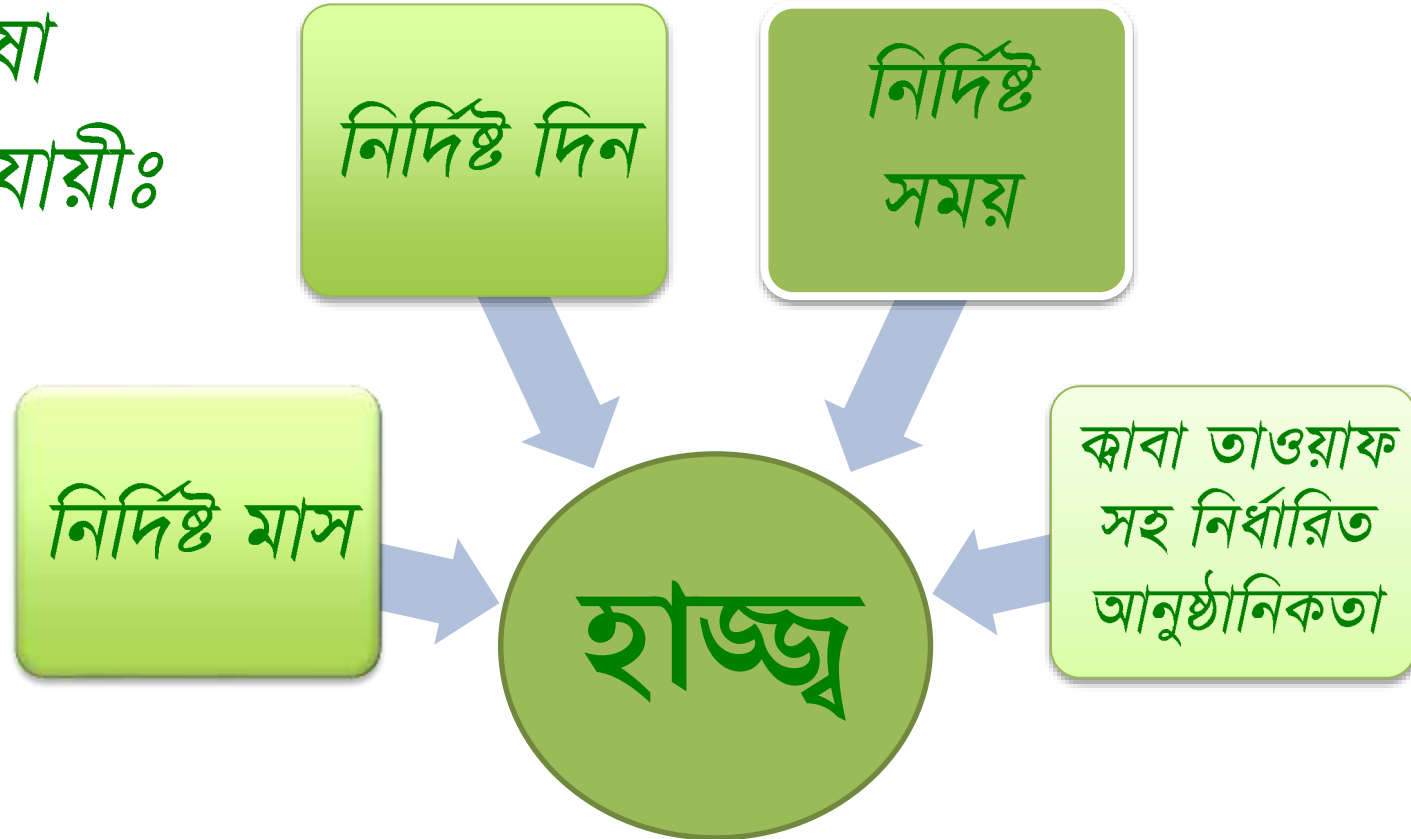
উমরাহ

উমরাহ'র অর্থ পরিদর্শন বা সাক্ষাত

হাজ্জ্ব অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট দিন ব্যতীত

নির্ধারিত নিয়মে কাবা পরিদর্শন করা

হাজ্জের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
আল্লাহর আনুগত্য করা,
তাঁর ভয়-ভালবাসা ও ভক্তিতে
নিজেকে বিলীন করা।
রসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য
পরিপূর্ণ করা।

হজ্জ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

হজ্জ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

কুরআনের বাণী

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার মুসলিম (নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম। তোমার ইবাদাতের **(হাজ্জের)** পদ্ধতি আমাদের বলে দাও এবং আমাদের ভুলচুক মাফ করে দাও। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারাঃ ১২৮)

রসূল (স.) উত্তম আদর্শ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

خذوا عني مناسككم

صححه الألباني

রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'আমার থেকে (হাজ্জের) নিয়ম-কানুন গ্রহন কর'।

(মুসলিমঃ ১২৯৭, নাসাঈ, আবু দাউদ)

রসূলুল্লাহ স. এর এ বক্তব্যথেকে সঠিকভাবে হজ্জ পালনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

‘বিষয়টি (হাজ্জ্ব কে উমরায় পরিবর্তন নিয়ে সাহাবীদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব) নবী صلى الله عليه وسلم এর কাছে পৌঁছল। আমরা জানি না এটা কি আসমান থেকে তাঁর নিকট পৌঁছল নাকি মানুষের নিকট থেকে পৌঁছল।’[1]

অতপর রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم দাঁড়িয়ে’[2] মানুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করে বললেন,’[3]

«أَبَاللهِ تُعَلِّمُونِي أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ»

‘হে মানুষ, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছ?’[4] তোমরা জানো নিশ্চয় আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তোমাদের চেয়ে অধিক সত্যবাদি, তোমাদের চেয়ে অধিক সৎকর্মশীল।

افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي

‘আমি তোমাদেরকে যা নির্দেশ করছি তা পালন কর।’[5] ....**

---

1. মুসলিম।
2. মুসলিম, তাহাবী, ইবন মাজাহ।
3. মুসনাদে আহমদ, তাহাবী,
4. বুখারী।
5. বুখারী, মুসলিম।

তাওহীদঃ(আত্ন সমর্পণের ভিত্তি)

আলাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

(الأنعام:82)

“যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে জুলুম [শিরক] এর সাথে মিশ্রিত করেনি” [তাদের জন্য ই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা] (আনআম : ৮২)

সাহাবী ইতবানের (রাঃ) হাদিসে বর্ণিত আছে,

فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلاالله يبتغى بذلك وجه الله

“আলাহ তা’আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা- ইলাহা ইলালাহ বলেছে।’ –ইমাম বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি সংকলন করেছেন,

ঈমান (আত্ন সমর্পণের প্রমান)

আলাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ

হে ঈমানদার গন, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ও কিতাবের প্রতি (৪:১৩৬)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"আসলে তারাই মু'মিন, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের দিল কেঁপে ওঠে।"

(আনফাল ২)

ঈমানদার দের ধাপ সমূহ
মূখলেস
মুহসিন
মুত্তাকী
মুসলিম
মু'মিন
যখন কেউ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর অনুগত হয়ে যায়।
সাধারণত নবী এবং রসূলগনই এ পর্যায়ে থাকে।
মু'মিন যখন সবসময় আন্তরিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সচেতন ও সতর্কতার সাথে সকল ইবাদত সম্পাদন করে এবং অতিরিক্ত (নফল ইবাদাত) কাজ করে; হজ্জ মানুষকে মহসিন বানায়
মু'মিন যখন সচেতন ও সতর্কতার সাথে ইবাদত (নামাজ, সওম, যাকাত সহ নির্ধারিত কর্মসমূহ) সম্পাদন করে, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে; সওম মানুষকে মুত্তাকী বানায়
মু'মিন যখন স্বলাত, সওম, যাকাত সহ নির্ধারিত কর্মসমূহ সম্পাদন করে
আল্লাহ এবং নির্ধারিত বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন

মুক্তির উপায়

সূরা আসর ১০৩

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎআমল করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, ধৈর্যধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

মুক্তির ফলাফলঃ

98:7) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।

98:8) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় কর।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٨

মুসলিম হওয়ার উপায়ঃ

সূরা আন-নিসা ৪ পারা ৫

৬৫. অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না নিবে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৪১:৩৩) সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান ।সূরা হা-মীম আস সাজদাহ

কিভাবে হাজ্ব করবেন

সুন্নাহ ভিত্তিক হাজ্ব

(কথার মুল্য শুন্য যদি কাজ না হয়, কথা ও কাজের মুল্য শুন্য যদি নিয়্যতের পরিশুদ্বি না থাকে এবং সব কিছুর মুল্য শুন্য যদি তা কোর'আন ও সন্নাহ'র আলোকে না হয়।)

ফতোয়া ভিত্তিক হাজ্ব

(৭ তারিখে মিনায় যাওয়া, আরাফায় যোহর ও আসর স্বলাত আলাদা পরা, কসর না করা, সন্ধার আগে আরাফা ত্যাগ করা বা গাড়িতে গিয়ে বসা, খুশিমত সময়ে পাথর নিক্ষেপ করা বা তাওয়াফে জিয়ারা করা, ইত্যাদি)

ব্যাবসায়ীক হাজ্ব

রসূল (স.) উত্তম আদর্শ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা হতে তোমরা বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর"। *(সূরা হাশর ৫৯ঃ ৭)*

মাবরুর হজ্জের জন্য

গোল্ডেন রুল

কতটুকু করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে, এই চিন্তা মাথায় আনবেন না।

বরং আপনার উদ্দেশ্য থাকবে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ কোথায়, কোন কাজ কীভাবে ও কত সময় করেছেন, আমিও ঠিক সেভাবেই করব।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বও সিদ্ধান্তহীনতায়

মুহাম্মাদ ﷺ কি করেছেন আর কি করেননি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ কি বলেনঃ

আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স.) এর আনুগত্য করা

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝٣٦

(সূরা আহযাব ৩৩ঃ ৩৬)

যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় কাজঃ হাজ্জ্ব কে মাবরুর করার চেষ্টা করুন

হজ্জে মাবরুর অর্জনের উপায়

- নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে
- কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি পরিশুদ্ধ করতে হবে
- চরিত্র ও আচার ব্যাবহার পরিশুদ্ধ করতে হবে
- আর্থিক বিষয়াদি পরিশুদ্ধ করতে হবে

মাবরুর = তাওহীদ + সুন্নাহ

তাওহীদ = শীরক মুক্ত ইবাদাত

সুন্নাহ = বিদয়াত মুক্ত ইবাদাত

হজ্জে মাবরুর (গৃহীত, কবুলযোগ্য) অর্জনের উপায়

ক. নিয়ত পরিশুদ্ধ করাঃ

সকল কাজ আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তাঁর উপর ভরসা করা।

আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শতভাগ আনুগত্য করা।

সর্বপ্রকার শিরক, বিদ'আত ও কুফরি থেকে বেঁচে থাকা।

হজ্জে মাবরুর (গৃহীত, কবুলযোগ্য) অর্জনের উপায়

খ. কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি পরিশুদ্ধ করাঃ

আল্লাহ তা'য়ালার সকল নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা।

ছোট বড় সকল কাজ রসূল (স.) এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পাদন করা।

ইহরাম, তওয়াফ, সাঈ, ওকূফ, কংকর নিক্ষেপ, কুরবাণী, মাথামুন্ডনসহ হজ্জের সকল কার্যাবলী রসূল (স.) এর পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক সময়ে ও সঠিক নিয়মে পালন করা।

হজ্জে মাবরুর (গৃহীত, কবুলযোগ্য) অর্জনের উপায়

গ. চরিত্র ও আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ করাঃ১/২

দলনেতা, আমীর, দায়িত্বশীলকে মান্য করা। পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

মানুষকে ভালবাসা, কষ্ট না দেওয়া, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

সকল প্রকার অসদাচরণ ও অশ্লীলতা পরিহার করা।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা, পর্দা মেনে চলা।

অতীতের পাপসমূহ চিহ্নিত করা। তাওবা করা, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। জীবনে কখনও এসব গুনাহ না করার প্রতিজ্ঞা করা।

হজ্জে মাবরুর (গৃহীত, কবুলযোগ্য) অর্জনের উপায়

গ. চরিত্র ও আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ করা (২/২)ঃ

- মিথ্যা, অহংকার, রাগ, হিংসা, গীবতসহ সকল কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকা।
- ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, বাক-বিতন্ডা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। প্রতারণা ত্যাগ করা।
- ধৈর্যধারণ করা, বিরক্তি পরিত্যাগ করা। সময় ও নিয়মানুবর্তী হওয়া।
- অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা এবং ক্ষমা করা। নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। অনুমান, সন্দেহ, সমালোচনা ও ভুল ধরার অভ্যাস পরিত্যাগ করা।

হজ্জে মাবরূর (গৃহীত, কবুলযোগ্য) অর্জনের উপায়

ঘ. আর্থিক বিষয়াদি পরিশুদ্ধ করা

হালাল উপার্জিত অর্থ দিয়ে হাজ্জ্ব করা। পাওনাদারের পাওনা পরিশোধে আন্তরিক হওয়া।

অপচয় ও কৃপনতা পরিহার করা।

কুরআন মাজিদে হাজ্জ্ব সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ

হাদীসঃ হাজ্জ্বের গুরুত্ব

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কোনটি? 'রসূল (স.) বললেন,

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা।

জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কোনটি? রসূল (স.) বললেন,

আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কোনটি? রসূল (স.) বললেন,

হজ্জে মাবরুর'।

(বুখারীঃ ১৪২২ এবং মুসলিম)

ধর্ম / জিহাদের নামে সকল প্রকার জঙ্গীবাদ হারাম।

হাদীসঃ হাজ্জ্বের মর্যাদা এবং কার্যকারিতা

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা:) বলেছেন,

‘তোমরা হাজ্জ্ব ও উমরা পালন কর।

কেননা হজ্জ ও উমরা উভয়টি দারিদ্রতা ও পাপরাশিকে দূরীভূত করে,

যেমনিভাবে হাপর স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহার মরিচা দূর করে দেয়।

আর মাবরুর হাজ্জ্বের বদলা হলো জান্নাত’।

(তিরমিযীঃ ৮১০)

হাদীসঃ হজ্জের প্রতিদান এবং পুরুস্কার

তারপর তোমার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফটি, এটি এমন অবস্থায় হবে যে,
তোমার কোন গুনাহই নেই। একজন ফিরিশতা এসে তোমার পিঠে হাত রেখে বলবেন, ভবিষ্যতের জন্য কাজ কারে যাও ,

“তোমার অতিতের সব কিছু মাফ করে দেওয়া হয়েছে”

(হাদিসটি তাবারানী তাঁর ‘কবীর’ -এ বর্ণনা করেছেন। বয্‌যারও এটি বর্ণনা করেন । বর্ণিত শব্দমালা তারই। বাযযার বলেন , হাদিসটি বিভিন্ন সুত্রে বার্নিত হয়েছে । কিন্তু আমার জানামতে এর চেয়ে উত্তম কোন সত্র নেই। [সংকলক (র) বলেন ঃ] এ হাদিসটির সনদে কোন দোস নেই । এর সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য । এটি ইব্‌ন হিব্বানও তার সহীহ্‌ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ।)

কোরআন ঃ হজ্জের প্রতিদান এবং পুরুস্কার

“... ... . যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম” সুরা মায়িদা ৫:৯৫

মাবরুর হাজ্জ্ব অর্জনে হাজীর প্রস্তুতি

- ✧ তাকওয়া
- ✧ তাওবা
- ✧ ইস্তিগফার
- ✧ ঋণ পরিশোধ
- ✧ জ্ঞান অর্জন
- ✧ হালাল রিজিক
- ✧ হক ও আমানত
- ✧ধৈর্য, ত্যাগ, ক্ষমা, পর্দা, জ্বীনা

- ✧ গীবত বন্ধ করা
- ✧ মিথ্যা বলা ছেড়ে দেয়া
- ✧ হিংসা, রাগ ও অহংকার
- ✧ অপব্যয়, অপচয় ও কৃপনতা
- ✧ অপরকে মন্দ নামে না ডাকা

***প্রশ্নগুলোর উত্তর নিশ্চত করুনঃ**

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারন করেছেন কি?
- টাকা হালাল তো (কিভাবে টাকা আয় করেছেন --- --- ব্যাবসা / চাকুরি ?)
- পাসপোর্ট/ মেডিকেল চেকয়াপ কিভাবে করিয়েছেন -- টাকার বিনিময়ে সুবিধা নিয়েছেন কি ?
- রাগ, লোভ, ঘৃনা, আহংকার নিয়ে ভেবেছেন কি?
- তাওবা করেছেন কি? কাফফারা দিয়েছেন কি?
- সম্পদ ও দায়ের বিবরন সহ অসিহত নামা তৈরি করেছেন কি?
- হাজ্জ্ব পরবর্তী কার্যক্রম পরিকল্পনা করেছেন কি?

নিশ্চিত ভাবেই কোন অহংকারী জান্নাতে যাবে না

***৪৭:৩৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল ধ্বংস করো না।**

(অন্য কথায় আমলসমূহের কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর। আনুগত্য থেকে ফিরে যাওয়ার পর কোন আমলই আর নেক আমল থাকে না। তাই এ ধরনের ব্যক্তি সে আমলের জন্য প্রতিদানের উপযুক্তও হতে পারে না।)

নিয়্যত কি যথেস্ট ?

২. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوٓا أَنْ يَقُولُوٓا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝٢

সফরের সর্বোত্তম পাথেয়ঃ তাকওয়া

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"হাজ্জ্বের মাসগুলো সুনির্দিষ্ট;

অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলোর মধ্যে হাজ্জ্বের সংকল্প করে, তবে সে হাজ্জ্বের মধ্যে অশ্লীলতা (স্ত্রী-সহবাস), অন্যায়-আচরন, ঝগড়া-বিবাদ করতে পারবে না, তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর, আল্লাহ তাহা জানেন;

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ
فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ

লাগেজ গুছিয়ে নিনঃ

কৃপণতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা

فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

হাজ্ব সফরের জন্য পাথেয় সংগে নিয়ে যাও আর সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। কাজেই আমাকে ভয় করতে থাক, **হে বুদ্ধিমানগন**!২:১৯৭

দানশিলতা, উদারতা, মহানুভবতা

তাকওয়াঃ মানে কি?

ইবনে মাসুদ (রা.) বলেন, 'তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর নাফরমানি না করা, আল্লাহকে স্নরণ করা-ভুলে না যাওয়া, তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা-কুফরী না করা'।

সাহ্ল বিন আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, 'বিশুদ্ধ তাকওয়া হলো- **ছোট বড় সব ধরনের গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করা**'।

ইবনে আব্বাস (রা.) তাকওয়া অর্জনকারী মুত্তাকীর সংজ্ঞায় বলেছেন, **'মুত্তাকী তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে'**।

তাকওয়াঃ কুরআনের বাণী

“তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে
সেই **অধিক মর্যাদাসম্পন্ন,**
যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন”।

(সূরা হুজুরাত ৪৯ঃ ১৩)

তাওবা কি? তাওবা'র আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা/ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় পাপ থেকে ফিরে আসা হলো তাওবা। শির্‌ক-কুফর ও সব ধরণের কবিরা গুনাহ চিহ্নিত করে এই সকল গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রেখে, অনুতপ্ত হৃদয়ে, লজ্জিত হয়ে, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাওবা করা।

তাওবা হল মহান আল্লাহর অবাধ্যাচরন থেকে ফিরে গিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের পথে ধাবিত হওয়া।

তাওবা কেন? আল্লাহ তা'য়ালা এবং তার রসূল (স.) তওবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আলাহ ও তাঁর রসূল (স.) এর নির্দেশ দ্রুততার সাথে পালন করা উচিত। মানুষ জানেনা, দেরি করলে তার তাওবা করার সুযোগ হবে কি না? যে কোন সময় মৃত্যু এসে যেতে পারে, তাওবার সুযোগ নাও হতে পারে!

তাওবাঃ কুরআনের বাণী

"নিশ্চয়ই আল্লাহ **তাওবাকারীদের** ভালবাসেন এবং যারা **পবিত্র থাকে** তাদেরকেও ভালবাসেন" ।

(সূরা বাক্বারা ২ঃ ২২২)

তাওবা (যার জন্য প্রযোজ্য)ঃ কুরআনের বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

'আল্লাহ অবশ্যই সে সব লোকের তাওবা কবুল করেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে ও অতি সত্বর তাওবা করে। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা নিসা ৩ঃ ১৭)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি'।

(সূরা নিসা ৩ঃ ১৮)

তাওবার গুরুত্ব

আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, *‘নিশ্চয় আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি,* **আমি তার কাছে দৈনিক সত্তরবারের বেশি তাওবা করি’।**

(বুখারী)

আম্মার বিন ইয়াসার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, *‘হে মানবজাতি তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর,* **আমি প্রতি দিন একশতবার তাওবা করি’।**

(মুসলিম)

তাওবাঃ মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি

আবু হামযা আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার তাওবা দ্বারা অতখানি খুশী হন, যতখানি খুশী হয় বিজন মরুতে হারিয়ে ফেলা উটের মালিক তার উট প্রাপ্তিতে'।(বুখারীঃ ৬৩০৯, মুসলিমঃ ২৭৪৭)

রসূল (সাঃ) বলেন, 'তুমি যদি এত অধিক পরিমান পাপ কাজ করে থাক যে, তা আকাশ সমান উঁচু হয়, এরপর অনুতাপের সাথে তাওবা কর, তবুও তোমার তাওবা কবুল হবে, প্রত্যাখ্যাত হবে না'। (তিরমিজীঃ ৩৫৪০)

তাওবাঃ (দোয়া'র শুরুতে তাওবা করুন)

- রব্বানা জ্বলামনা আনফুসানা ... ...
- আল্লাহুম্মা ইন্নি জ্বলামতু নাফসি ... ...
- লা–ইলাহা ইল্লা আংতা ... ...
- আল্লাহুম্মা আংতা রব্বি ... ...
- আস্তাগ ফিরুল্লাহ রব্বি ... ...
- আল্লাহুম্মা ইন্নানাস আলুকাল জান্নাতা ... ...

কাফ-ফারাহ

রোযা হল কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা (জরিমানা)। (কুরআনুল কারীম ৫/৮৯) যিহারের কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ৫৮/৪) কোন মুসলিমকে বা চুক্তিবদ্ধ কোন যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেলার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ৪/৯২) ইহরামে নিষিদ্ধ কর্ম করে ফেলার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৬, ৫/৫) তামাত্তু' হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে তার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৬) ইত্যাদি।

2:215) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও–যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা–মাতার জন্যে, আত্নীয়–আপনজনের জন্যে, এতীম–অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।

আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?আমরা তাঁরই এবাদত করি।২:১৩৮

ধৈর্য্য:

আরাফা + মুজদালিফা + মিনা = ধৈর্যের পরীক্ষা

হাজ্ব = ধৈর্য্য

ঘুমান অথবা ইবাদত করুন

সকল প্রকার অব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি নিন
(পরিবহন, খাবার, বাসস্থান, সময়)

ধৈর্যঃ কুরআন মজিদ

✧ 'হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন'।

(সূরা বাক্বারা ২ঃ ১৫৩)

"হে মু'মিনগন! তোমরা ধৈর্য ধারন কর, ধৈর্যর প্রতিযোগিতা কর"।

(সূরা আল-ইমরানঃ ২০০)

✧ 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন'।

(সূরা আল ইমরান ৩ঃ ১৪৬)

✧ 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারন করে; আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মপরায়নদের কর্মফল নষ্ট করেন না'।

(সূরা ইউসুফঃ ৯০)

ঋণ পরিশোধ করা

«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিতঃ রসলুলস্নাহ (স.) বলেছেন, 'মু'মিন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যায়; যতক্ষণ না তা, তার পক্ষ হতে পরিশোধ করা হয়'।

(সুনান ইবনে মাজাহঃ ২৪১৩)

ঋণ পরিশোধ না করার কারনে জান্নাতে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়; **এমনকি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদও হয়।** রসূল (স.) বলেছেন, **'যতক্ষণ পযন্ত বান্দার ঋণ পরিশোধ না করা হবে ততক্ষণ পযন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'**

(নাসায়ীঃ ৭/৩১৪, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/২৯, তাবরানী ফিল কাবীরঃ ১৯/২৪)

পর্দা

"মু'মিনপুরুষ দেরকে বলুনঃ তারা যেন তাদের **দৃষ্টি সংযত করে** ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটা তাদের জন্য পবিত্রতম"।

(সূরা নূর ২৪ঃ ৩০)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

"মু'মিন নারীদেরকে বলুনঃ তারা যেন তাদের **দৃষ্টি সংযত করে** ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ পায়, তা ব্যতীত অলংকার বা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, **তাদের ঘাড় ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না/চাদর) দ্বারা আবৃত্ত রাখে**, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে না হাটে..."।

(সূরা নূর ২৪ঃ ৩১)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۠ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۗىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۗءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۗىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۗءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۗىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰي عَوْرٰتِ النِّسَاۗءِ ۠ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۭ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

আর **ব্যভিচারের** ধারে-কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা **অশ্লীল** কাজ এবং মন্দ **পথ**। *(সূরা বনী ইসরাঈল ২৪ঃ ৩১)*

وَلاَ تَقْرَبُواْ **الزِّنَى** إِنَّهُ كَانَ **فَاحِشَةً** وَسَاء سَبِيلاً

A full time SHAITAN cannot be defeated by A part time Muslim

বাড়ী হতে বের হওয়ার সময় অবশ্যই তিনটি ওজনবিহীন ব্যাগ সাথে নিয়ে বের হবেন পুরো সফরের জন্য

কুরআন তিলাওয়াত করা, অর্থ বুঝা পূর্নাঙ্গ গাইড হিসেবে মানা

- *"ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা হিদায়াত বা মুক্তি পথের দিশারী"।* (সূরা বাক্বারা ২ঃ ২)

- *"রমাদান মাস, ইহাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের পথ নির্দেশিকা স্বরূপ ও সঠিকপথের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে"।* (সূরা বাক্বারা ২ঃ ১৮৫)

- *"এটা (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং দৃঢ় বিশ্বাসী সম্পদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত"।* (সূরা জাসিয়া ৪৫ঃ ২০)

স্বলাত কে বিশুদ্ধ ও কার্যকরী করা

- স্বলাতের গুরুত্বপূণ নিয়ম-কানুন, ফরজ-ওয়াজিব, সুন্নাত ও মাসয়ালা-মাসায়েল জানা, শিখা এবং স্বলাতে প্রয়োগ করা। স্বলাতের পাঠকৃত সূরা-দ'আ-তাসবীহর উচ্চারন বিশুদ্ধ করা, অর্থ শিখা এবং স্বলাতকে বিশুদ্ধ করা।
- হজ্জ সফরে প্রত্যেক ফরজ স্বলাত মসজিদুল হারামে জামা'আতের সাথে আদায় করা।
- ফরজ স্বলাতের পর রসূল (স.) এর সুন্নাহ অনুযায়ী তাসবীহ পাঠ করা।
- সফরের স্বলাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।
- জুম'আর স্বলাত সম্পর্কে জানা এবং সময়মত মসজিদুল হারামে গমন করা।
- জানাযা'র স্বলাতের নিয়ম এবং ৩য় তাকবীরের পর পঠিত দ'আ মুখস্থ করা।
- তাহিয়্যাতুল ওজু এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত প্রতিদিন আদায় করা।
- তাহাজ্জুদ স্বলাতের জন্য ভোর ৩টা-৪টার মধ্যে মসজিদুল হারামে গমন করা।

মুক্তির উপায়

ভালবাসা আল্লাহর জন্য নিশ্চিত করুন

16:99) তার(শয়তান)আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালন কর্তার উপর ভরসা রাখে।

16:100)তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।

মুসলিম হওয়ার উপায়ঃ

إِنَّمَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

"মু'মিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয় না।" (আল হুজুরাত ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

"যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব আর তারপর তার ওপর অবিচল হয়ে গেছে।"

(হা-মীম আস সাজদাহ ৩০)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৪১:৩৩) সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান ।সুরা হা-মীম আস সাজদাহ

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন :

قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام

"বহু মানুষ আল্লাহকে তাদের রব বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আবার কাফের হয়ে গিয়েছে। দৃঢ় পদ সেই ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই আকীদা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।" (ইবনে জারির, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম)।

সমাপনী

প্রশ্নঃ

- কেন হাজ্জ্ব করতে চান
- আমাদের program সম্পর্কে সমালোচনা করুন
- পরবর্তী program –এ আপনি কতজন কে দাওয়াত দিবেন
- আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা বর্ননা করুন
- সময় মত ইবাদতে অংশ গ্রহনের গুরুত্ত্ব বর্ননা করুন

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ
وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

... . . .যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন।
যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন।
আল্লাহ পরাক্রান্ত, **প্রতিশোধ** গ্রহণে সক্ষম।
(সুরা মায়ি'দা ৫:৯৫)

একটি হাদিসঃ

অজু করার পর সে যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে নামায পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে--যার তিনি যোগ্য এবং অন্তরকে আল্লাহ তাআলার জন্য খালি করে, তাহলে সে ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"

আম্‌র ইবনে আবাসাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবী আবূ উমামার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিকট বর্ণনা করলেন। আবূ উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন, 'হে আম্‌র ইবনে আবাসাহ! তুমি যা বলছ তা চিন্তা করে বল! একবার ওযূ করলেই কি এই ব্যক্তিকে এতটা মর্যাদা দেওয়া হবে?' আম্‌র বললেন, 'হে আবূ উমামাহ! আমার বয়স ঢের হয়েছে, আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও নিকটবর্তী। (ফলে এ অবস্থায়) আল্লাহ তাআলা অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আমার কী প্রয়োজন আছে? যদি আমি এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহলে কখনই তা বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি তাঁর নিকট এর চেয়েও অধিকবার শুনেছি।' *(মুসলিম)**

*মুসলিম ৮৩২, নাসায়ী ১৪৭, ৫৭২, ৫৮৪, ইবনু মাজাহ ২৮৩, ১২৫১, ১৩৫৪, আহমাদ ১৬৫৬৬, ১৬৫৭১, ১৬৫৭৮, ১৬৫৮০, ১৮৯৪০

১ম পর্ব সমাপ্ত
পরবর্তী পর্ব
“উমরাহ পালন পদ্ধতি”

As-salamu Alaikum,
Please pray for me and for my Family.
For any details, pls. feel free to contact with me.

Cell # **01 864 864 864**, 01 838 444 444(res.),
Email: fhhossen@gmail.com

Reference book:
Hajj Shahayika by Prof. Dr. Mohammad Abdullahel Baki.
Published by Quran Teaching Research and Training Center,
Savar, Dhaka, Bangladesh. Tel: 7743635

Shohoj Hajj by Mohammad Farhad Hossen.

কুরআন মাজিদের আদেশ ও নিষেধ – মীর লুৎফুল কবীর সা'দী
কসমিক পাবলিকেশন্স, গুলশান # 01914001085

হজ, উমরা ও যিয়ারত, -মুফতি নুমান আবুল বাশার ও অন্যান্য
Published by : BCRF, House#42 Road#1, Sector#9, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh,
Cell Phone : 01678134524, 01762108124, 01199857750

Kindly inform me if you found any error.
If the document help you please pass to others and pray for my family to ALLAH for Jazah Khair.
May Allah forgive us, Ameen.
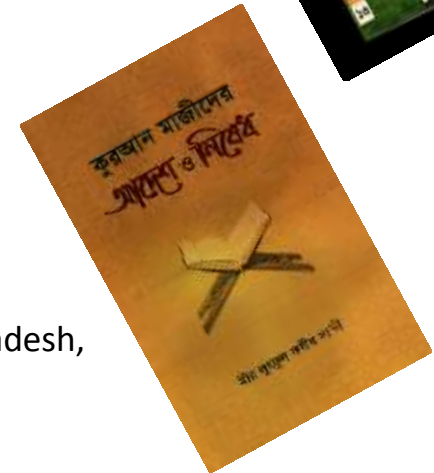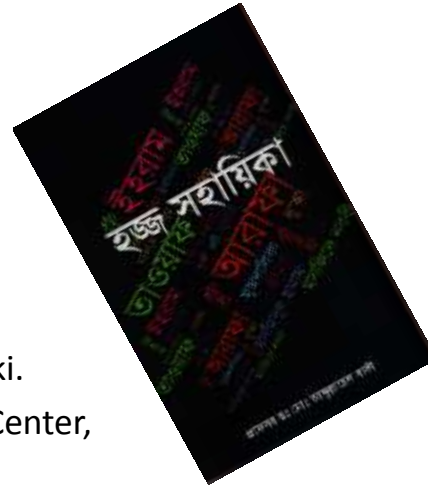
Contact for Free Training

Here are a few course details that we deliver for Spiritual improvement.

- **HAJJ/UMRAH training for Haji to achieve Spiritual Development**.
- Training for the Moallem to guide HAJI at Hajj period perfectly.
- Responsibility After Hajj. (How to guide your family and society)

Course Schedule:

Duration : Three hours.

Date : 5^{th} to 25^{th} day of Month (Friday, Saturday or Gov. Holiday only)

Venue : Your favorable/designated Area.

Cost : JazahKhair from ALLAH Subhanau Ta'ala.

Contact : Mohammad Farhad Hossen, (MBA_{DU}, $PMP_{PMI-USA}$)
Cell# 01 838 444 444, 01 864 864 864(Res.)

ফি সাবিলিল্লাহ

শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে,
প্রেজেন্টেশনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরন করতে পারবেন।

অনিচ্ছাকত কোন ভুল সম্পূর্ণ আমার অযোগ্যতা,
অক্ষমতা এবং অদক্ষতা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা করুন।

মুসলিম ভাই-বোনেরা এই প্রচেষ্টা হতে উপকত
হলে, আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য এবং
কুরআন ক্লাশ ৭৩ এর সবার জন্য দ'আ করবেন।

হে আল্লাহ! যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন,
ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং পরিপূর্ণ মুসলিম
হওয়ার পর ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। (আমীন)